মাঠে – ময়দানে

জয়ী ফ্লুমিনেসে

কোপা সুদামেরিকানার ম্যাচে ঘরের মাঠে ইউনিভার্সিদাদকে ৪-০ গোলে হারাল ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লুমিনেসে।

নিউ ইয়র্কের জয়

মেজর লিগ সকারের ম্যাচে মিনেসোটা ইউনাইটেড এফসিতে ৩-১ গোলে হারাল নিউ ইয়র্ক সিটি এফসি।

নতুন কোচ বিদেশি হলেও কোনও সমস্যা নেই কোহলির

মুম্বই, ৩০ জুন: ভারতের নতুন কোচ যদি বিদেশিও হয় তাহলে কোনও সমস্যা হবে না বিরাট কোহলির। সম্প্রতি এমনই জানানো হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পক্ষ থেকে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শুরু থেকে তৎকালীন কোচ অনিল কুম্বলে ও অধিনায়ক কোহলির মধ্যে সমস্যা ছিল। এই টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পরেই পদত্যাগ করেন কুম্বলে। অবশ্য তার আগেই নতুন কোচের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিল বিসিসিআই। সে সময় অবশ্য বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল আলাদাভাবে আবেদন করতে হবে না কুম্বলেকে। তিনি সরাসরি ক্রিকেট অ্যাডভাইসরি কমিটির সামনে সাক্ষাৎকার দিতে পারবেন। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরেই কুম্বলে পদত্যাগ করায় পরিষ্কার হয়ে গেছে বিরাটদের হেডস্যার হচ্ছেন অন্য কেউ। ইতিমধ্যেই যারা ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন তাদের মধ্যে রবি শাস্ত্রীর সম্ভাবনা অন্যদের থেকে অনেকটাই বেশি।

ভারতের শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরে কোচ শাস্ত্রীর সঙ্গে অধিনায়ক কোহলি। ফের একসঙ্গে দেখা যেতে পারে এই জুটিকে।

অতীতে একসঙ্গে কাজ করেছেন কোহলি ও শাস্ত্রী। তাদের বোঝাপড়াও বেশ ভাল ছিল। শাস্ত্রীর অধীনে ভারতের পারফরম্যান্সও বেশ ভাল ছিল। ফলে এই প্রাক্তন ক্রিকেটারকে ২০১৯ সালের বিশ্বকাপের লক্ষ্যে ভারতীয় দলের কোচের পদে আনা হতে পারে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কোহলি জানিয়েছিলেন বোর্ড থেকে কোচ নির্বাচন নিয়ে তার মত চাওয়া হলেই এই বিষয়ে মন্তব্য করবেন তিনি। তবে নিজের মত প্রকাশ্যে জানাবেন না ভারত অধিনায়ক। কিন্তু বোর্ড সূত্রের খবর যেই কোচ হোক তাতে তার কোনও আপত্তি নেই বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বোর্ড কর্তা জানিয়েছেন, 'কোহলির নতুন কোচের সঙ্গে কাজ করতে কোনও সমস্যা নেই। এমনকি বিদেশি কোচ হলেও কোহলি তার সঙ্গে কাজ করতে রাজি আছে। এক কথায় বললে যে ব্যক্তিই ড্রেসিং রুমের পরিবেশ ঠাণ্ডা রাখতে পারবেন কোহলি তাকেই কোচ হিসাবে মেনে নেবেন।' এর আগে ডানকান ফ্লেচার কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালে ভারতীয় দলের ম্যানেজার হিসাবে নিয়োজিত হয়েছিলেন শাস্ত্রী। শুধু কোহলি নয়, সিনিয়র-জুনিয়র নির্বিশেষে সমস্ত ক্রিকেটারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে প্রাক্তন এই ভারতীয় তারকার। যার ফলে ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে তার নাম ঘোষণা হওয়া সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এদিকে ভারতের প্রাক্তন দুই কোচ কুম্বলে ও শাস্ত্রীর সময় নিয়ে মুখ খুললেন জাতীয় দলের ওপেনার শিখর ধাওয়ান। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, 'আমি চোটের জন্য বেশ কিছুদিন জাতীয় দলের বাইরে ছিলাম। তাই রবি ভাইয়ের তুলনায় অনিল ভাইয়ের কোচিংয়েই বেশি দিন খেলেছি। তবে এই বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করতে চাইছি না। আমার মূল ফোকাস থাকে নিজের খেলার উপর। ফলে অন্যান্য বিষয়ে আমি বেশি চিন্তা করি না।' পাশাপাশি তিনি এও জানিয়েছেন, 'দু'জনের মধ্যে বেশ কিছু তফাৎ ছিল। কারণ দু'জনেই আলাদা ব্যক্তি। যেমনভাবে বিরাট ও ধোনির মধ্যেও অনেক তফাৎ আছে। তবে দু'জনেই (কুম্বলে ও শাস্ত্রী) দারুণ খেলোয়াড় ছিলেন। মানুষ হিসাবেও তারা অসাধারণ।'

কুম্বলের সঙ্গে সমব্যথী বেদি বিঁধলেন বিসিসিআইকে

হায়দরাবাদ, ৩০ জুন: ভারতের সদ্য প্রাক্তন কোচ অনিল কুম্বলেকে নিয়ে মুখ খুললেন প্রাক্তন অধিনায়ক বিষেণ সিং বেদি। জানালেন কুম্বলের জন্য দুঃখ অনুভব করেননি তিনি। পাশাপাশি সমালোচনা করলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের।

বেদির সঙ্গে অনিলের মিল রয়েছে অনেক জায়গায়। দু'জনেই ছিলেন স্পিনার। নিজেদের সময়ে ভারতীয় বোলিং লাইনআপকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব ছিল তাদের উপর। পাশাপাশি দু'জনেই জাতীয় দলের কোচ হিসাবে কাজ করেছেন। কিন্তু কোচ হিসাবে শেষ অধ্যায়ে এসে মিল নেই দু'জনের মধ্যে। দল খারাপ পারফর্ম করায় কোচের পদ থেকে সরতে হয়েছিল বেদিকে। অন্যদিকে দারুণ পারফর্ম করেও অধিনায়কের সঙ্গে মতান্তরের জেরে পদত্যাগ করেছেন কুম্বলে। এক সাক্ষাৎকারে বেদি জানিয়েছেন, 'আমার মনে হয় এই সমস্যাটা এড়ানো খুব সহজ কাজ ছিল। এটা মোটেও মাঠে ও মাঠের বাইরে কে শেষ কথা বলবে তার লড়াই ছিল না। ওরা দু'জনেই (কুম্বলে ও কোহলি) নিজেদের যোগ্যতা অনুসারে খেলাটাকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের সমস্যা হয়। আমাদের সকলেরই ব্যক্তি হিসাবে আলাদা মত থাকতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে রাস্তা আলাদা হবে।' এই প্রসঙ্গে মুখ খুলে ভারতীয় বোর্ডের সমালোচনাও করেছেন বেদি। তার মতে, 'প্রথম কথা, এই সমস্যাটা এত বড় হয়ই না। বিসিসিআই সমস্যাটাকে বাড়িয়েছে। বোর্ডে একদল অযোগ্য লোক বসে আছে। এরা লোধা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অযোগ্য। আর এই কর্তারাই ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে।'

কুম্বলের পাশে দাঁড়িয়েই বেদি জানিয়েছেন, 'এই বিতর্কে আমার কুম্বলের জন্য বেশ খারাপই লাগছে। ওকে যথেষ্ট সুযোগই দেওয়া হল না। গত এক বছরে ওর যা পারফরম্যান্স তা আমরা সকলেই জানি। ওকে যদি সরে যেতে হয় সেক্ষেত্রে নতুন কোচের যোগ্যতার মাপকাঠি কী হবে তা পরিষ্কার নয় আমার কাছে। ও ওর পারফরম্যান্সের দাম পেল না।' সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, 'কোচ-অধিনায়ক বিতর্ক খুব বাজেভাবে সামলানো হয়েছে।' এর পরিপ্রেক্ষিতে বেদির বক্তব্য, 'কে এই বিষয়টি বাজেভাবে সামলেছে? ওরাও (ক্রিকেট অ্যাডভাইসরি কমিটির সদস্যরা) এক্ষেত্রে সমানভাবে দায়ী। ওরা দায় এড়াতে পারে না। ঘটনাটিকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসে ওরা নিজেদের হাত ধুয়ে ফেলতে পারে না। ওরা কী বলতে চাইছে? কারা এই বিষয়টি ঠিক মতো সামলাতে পারেনি? ওদের উচিত বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বলা। কারণ এটি ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য খুবই জরুরি বিষয়।'

সম্প্রতি একাধিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী শেষ ছয় মাসে নিজেদের মধ্যে কথা বলেননি কোচ কুম্বলে ও অধিনায়ক কোহলি। কিন্তু বিষয়টিকে গুজব বলেই উড়িয়ে দিয়েছেন বেদি। তার মতে, 'এটা একেবারেই গুজব। ওরা দু'জনেই দলের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি পদে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ছয় মাস কথা না বলে কাটানো সম্ভব নয়। বিশেষত যদি শেষ এক বছরে ভারতীয় দলের ফলাফল দেখা হয় তবে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে সেখানে কুম্বলের অবদান অনেকটাই। আমার মতে, কুম্বলে দেশের সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত ক্রিকেট মস্তিষ্ক। ও হয়তো অভিজ্ঞ কোচ নয় তবে ক্রিকেট কী ও ভাল করেই জানে।' শেষ সভায় লোধা কমিটির সুপারিশ রূপায়ণের লক্ষ্যে কমিটি তৈরি করা হয়েছে বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে। এ প্রসঙ্গে বেদির বক্তব্য, 'যারা কমিটিতে আছে তারা কি যোগ্য? লোধা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যারা বাতিল হতে চলেছেন তারাই কমিটিতে রয়েছে। বিষয়টি পরস্পরবিরোধী ও হাস্যকর।' এর আগেও বিভিন্ন বিষয়ে বিসিসিআইয়ের সমালোচনা করেছেন বেদি।

হকি ওয়ার্ল্ড লিগ সেমিফাইনালে নামার আগে আত্মবিশ্বাসী ভারতের মেয়েরা

আগামী সপ্তাহে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে হকি ওয়ার্ল্ড লিগ সেমিফাইনালে নিজেদের অভিযান শুরু করবে ভারতের মেয়েরা। এই টুর্নামেন্টে ভারতের গ্রুপে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিলি ও আর্জেন্টিনা। আগামী বছর বিশ্বকাপের টিকিট এই টুর্নামেন্ট থেকে পেতে চাইছে দল। আজ শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশে উড়ে যাবে দল। তার আগে চিফ কোচ জোয়ের্ড মারিজনে জানালেন, 'আমরা গত এক সপ্তাহে অনূর্ধ্ব ১৮ দলের ছেলেদের সঙ্গে কয়েকটা ম্যাচ খেলেছি। দলের গতি কতটা এবং কী কী সমস্যা রয়েছে তা দেখার জন্যই খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেখানে আমাদের ফলাফল বেশ ভাল। আর এটাই আমাদের আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে।' এই টুর্নামেন্টের জন্য শিলারুর সাই সেন্টারে অনুশীলন চালিয়েছে দল। অধিনায়ক রানি রামপাল জানিয়েছেন, 'অত উচ্চতায় অনুশীলন করা মোটেই সহজ কাজ নয়। সেখানে আমরা দিনে চারটি করে সেশন অনুশীলন করেছি। বিষয়টা চ্যালেঞ্জিং হলেও আমরা বিশ্বকাপের টিকিট পেতে মরিয়া।' মূল টুর্নামেন্টের আগে দু'টি অনুশীলন ম্যাচও খেলবে ভারত।

রাবাদার বোলিংয়ে মুগ্ধ রিচার্ডস

কেপটাউন, ৩০ জুন: দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার ব্যারি রিচার্ডসনকে নিজের বোলিংয়ে মুগ্ধ করেছেন প্রোটিয়া পেসার কাগিসো রাবাদা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন রিচার্ডস স্বয়ং।

সত্তরের দশকে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ওপেনিংয়ে ঝড় তুলতেন রিচার্ডস। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, 'ডেল স্টেইনের যা বয়স তাতে ওর চোট নিয়ে সকলেই প্রায় চিন্তিত। কিন্তু আমার মনে হয় স্টেইনের বদলে প্রোটিয়া পেস বিভাগকে দারুণ ভাবে নেতৃত্ব দিতে পারবে রাবাদা। অভিষেকের পর থেকেই ও দারুণ বল করছে। ওর বলের গতি আছে, ভঙ্গিও বেশ সহজ। সঠিক পরিবেশে ও দুর্দান্ত স্যুইং করাতে পারে। একজন পেসারের ক্ষেত্রে যা অমূল্য সম্পদ।' এই মুহূর্তে টেস্ট সিরিজ খেলার জন্য ইংল্যান্ডে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা দল। এই সিরিজ জয়ের জন্য রাবাদা বড় বাজি হতে পারে প্রোটিয়াদের, ধারণা রিচার্ডসের।

তার মতে, 'একজন দক্ষিণ আফ্রিকান হিসাবে বলতে পারি রাবাদা স্টেইনের অনুপস্থিতি বুঝতেই দিচ্ছে না।'

তবে দলের অন্যান্য বোলারদের কিছুটা সমালোচনাই করেছেন এই প্রাক্তন ওপেনার। তার কথায়, 'ক্রিস মরিস আদতে অলরাউন্ডার। ও যেটুকু করছে সেটুকুই অনেক। পাশাপাশি মর্নি মর্কেলও বেশ প্রতিভাবান। তবে ওর সমস্যা ও খুব শর্ট বল করে। ফলে যে বলটা ব্যাটসম্যানদের পরাস্ত করতে পারে সেটাও উইকেটের অনেকটা উপর দিয়ে যায়।' সাম্প্রতিক অতীতে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম সেরা ভার্নন ফিল্যান্ডার ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে তিনদিনের প্রস্তুতি ম্যাচে খেলতে পারেননি। তার গোড়ালিতে চোট রয়েছে। কাউন্টি ক্রিকেটে সাসেক্সের হয়ে খেলার সময় এই চোট পান তিনি। এই প্রসঙ্গে রিচার্ডসের বক্তব্য, 'ভার্নন নিয়মিত চোট পাচ্ছেন। বিষয়টি দলের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।'

বোর্ডের সঙ্গে আলোচনার পথে অজি ক্রিকেটাররা

সিডনি, ৩০ জুন: চুক্তি নিয়ে যাবতীয় বিতর্ক মেটাতে এবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসতে চলেছেন সে দেশের ক্রিকেটাররা। চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় আপাতত বেকার তারা।

শুক্রবার মধ্যরাতে বোর্ডের সঙ্গে যাবতীয় চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে অজি ক্রিকেটারদের। যার ফলে প্রায় ২৩০ জন ক্রিকেটার এই মুহূর্তে বেকার। ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রায় ৭০ জন পুরুষ ক্রিকেটার আপাতত চুক্তির আওতায় রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার আগামী সফরগুলি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে মহা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেজও। ফলে এই বৈঠক অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, 'এই বৈঠকের মাধ্যমে ক্রিকেটারদের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে সমাধান সূত্র খুঁজে পেতে সংস্থা দায়বদ্ধ। তবে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন অনমনীয় মনোভাব না নিলে আগেই সমাধান সূত্র পাওয়া যেত।'

অন্যদিকে সমাধান পেতে আগ্রহী ক্রিকেটারদের অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'আগামী রবিবার চুক্তি নিয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বিশেষ বৈঠক হবে। আমরা আশাবাদী কোনও ইতিবাচক রাস্তা পাওয়া যাবে। তবে আমরা সমস্ত সম্ভাবনার জন্য তৈরি থাকছি। আমরা ক্রিকেটারদের সাহায্য করার জন্য তহবিল তৈরি করেছি। ক্রিকেটারদের সঙ্গে কোনওরকম বৈষম্য আমরা মেনে নেব না।'

প্রসঙ্গত, ইংল্যান্ডে বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া দলে যেসব মহিলা ক্রিকেটাররা খেলছেন এই মুহূর্তে তাদের কারোরই বোর্ডের সঙ্গে চুক্তি নেই। টুর্নামেন্টের সময়সীমা অনুযায়ী তাদের অর্থ দেওয়া হবে বলে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি বেশ জটিল।

এশিয়ান স্নুকার মিটে ভারতের নেতা পঙ্কজ

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন: সিক্স রেড স্নুকারের এশিয়ান মিটে ভারতের অধিনায়ক হিসাবে নির্বাচিত হলেন বিশ্ব বিলিয়ার্ডসের কিংবদন্তী পঙ্কজ আদবানি। এই টুর্নামেন্টে শেষবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতের দলে ১৬ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পঙ্কজ ছাড়াও রয়েছেন কমল চাওলা, ফয়জল খান ও মলকিত সিং। দলের কোচ প্রাক্তন বিলিয়ার্ডস প্লেয়ার অশোক শাণ্ডিল্য। অধিনায়ক হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর পঙ্কজ জানিয়েছেন, 'ফের একবার এশিয়ান ইভেন্টে খেলার জন্য আমি মুখিয়ে রয়েছি। পাশাপাশি আমার লক্ষ্য এশিয়ান সিক্স রেড স্নুকারের খেতাব রক্ষা করা। আগামী মাসে বিশ্ব পর্যায়ে ইভেন্টগুলি শুরু হওয়ার আগে এটাই কোনও বড় টুর্নামেন্ট। আমি আগস্টে মিশরে হতে চলা ওয়ার্ল্ড সিক্স রেড স্নুকারে ভাল ফল করতে মরিয়া। তাই এখানে সোনা জিতে নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিতে চাইছি।' পঙ্কজ এবছর এশিয়া পর্যায়ে বিলিয়ার্ডসে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি স্নুকারে রানার্স হয়েছে।

চাপোকোয়েন্সের মুখোমুখি বার্সা

বার্সেলোনা, ৩০ জুন: বিমান দুর্ঘটনায় ব্রাজিলিয়ান দল চাপোকোয়েন্সের একঝাঁক ফুটবলারের মৃত্যু ঘটার পরেই তাদের সঙ্গে খেলার কথা ঘোষণা করেছিল বার্সেলোনা। আগামী ৭ আগস্ট বার্সার ঘরের মাঠ ক্যাম্প নৌতে এই ম্যাচটা খেলা হবে। বিজয়ী দলকে জন গাম্পারের নামাঙ্কিত ট্রফি দেওয়া হবে। জন বার্সার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে দারুণ শুরু জিম্বাবোয়ের

গল, ৩০ জুন: পাঁচ ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের শুরুতেই ধাক্কা খেল শ্রীলঙ্কা। ঘরের মাঠে জিম্বাবোয়ের কাছে তারা হারল ছয় উইকেটে।

ধারে-ভারে আগের মতো না হলেও জিম্বাবোয়ের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। এ ম্যাচে টস জিতে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় সিংহলিরা। শুরুতেই অবশ্য ওপেনার নিরোশন ডিকওয়েল্লাকে (১০) হারায় তারা। কিন্তু দানুস্কা গুনতিলক (৬০) ও কুশল মেন্ডিসের (৮৬) ব্যাটে ভর করে পাল্টা লড়াই শুরু করে তারা। দ্বিতীয় উইকেটে ১১৭ রান যোগ করে এই জুটি। দানুস্কা ফিরলে উপুল থরাঙ্গাকে নিয়ে রান তোলার কাজ চালিয়ে যান মেন্ডিস। এরপর দ্রুত রান করেছেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস (৪৩) ও আসেলা গুনরত্নও (২৮)। থরাঙ্গা শেষ পর্যন্ত ৭৯ রানে অপরাজিত থাকেন। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩১৬ রান করে শ্রীলঙ্কা। জিম্বাবোয়ের হয়ে তেন্দাই চাতারা দু'টি এবং শ্যেন উইলিয়ামস, গ্রেম ক্রেমার ও সলোমন মিরে একটি করে উইকেট নিয়েছেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম দিকে একেবারেই ভাল খেলতে পারেনি জিম্বাবোয়ে। দ্রুত ফিরে যান হ্যামিলটন মাসাকাদজা (৫) ও ক্রেগ ইরভাইন (১৮)। কিন্তু তৃতীয় উইকেটে সলোমন (১১২) ও উইলিয়ামসের (৬৫) যোগ করা ১৫১ রান আফ্রিকার এই দলটির জয়ের ভিত গড়ে দেয়। সলোমন এদিন কেরিয়ারের দ্বিতীয় শতরানটি করেন। উইলিয়ামস ও সলোমন ফিরলে বাকি কাজটি করেন সিকান্দার রেজা ও ওয়াল্টার ম্যালকম। তাদের অপরাজিত ১০২ রানের জুটি ১৪ বল বাকি থাকতেই জিম্বাবোয়েকে ৩২২/৪ স্কোরে পৌঁছে দেয়। রেজা অপরাজিত থাকেন ৬৭ রানে, ম্যালকম ৪০।

চিনা শাটলারদের থেকে এখনও পিছিয়ে ভারতীয়রা গোপীচাঁদ

হায়দরাবাদ, ৩০ জুন: সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মঞ্চে বেশ কিছু টুর্নামেন্টে ভাল ফলাফল করলেও ভারতীয় শাটলাররা চিনাদের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে আছেন। এমনটাই মত জাতীয় কোচ পুল্লেলা গোপীচাঁদের।

সংবাদদাতা সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গোপী জানিয়েছেন, 'আমার মতে আমরা এখনও চিনের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছি। চিনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো যোগ্যতা আছে আমাদের। কিন্তু এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে আমাদের। সম্প্রতি বেশকিছু টুর্নামেন্টে ভারতীয় শাটলাররা বেশ ভাল পারফর্ম করেছে। কিন্তু আমার মনে হয় আগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, অলিম্পিক ও অল ইংল্যান্ডের মতো টুর্নামেন্টগুলিতে ধারাবাহিকভাবে ভাল পারফর্ম করতে হবে ভারতীয় শাটলারদের।' তিনি আরও জানান, 'অন্যান্য ক্ষেত্রে খেলায় উন্নতি করার বিষয়টিতে অনেক মানুষের পরিশ্রম জড়িয়ে থাকে। পাশাপাশি সরকারি সাহায্য। কিন্তু আমাদের এখানে খেলোয়াড়দের মনের জোরই প্রধান বিবেচ্য। কারণ আমাদের কোচিং স্টাফ বা ম্যানেজমেন্টের লোকেরা তেমন দক্ষ নয়। পাশাপাশি সরকারি সাহায্য থাকলেও তা যথেষ্ট নয়।'

সম্প্রতি পর পর দু'টি সুপার সিরিজ প্রিমিয়ারে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন গোপীচাঁদের ছাত্র কিদাম্বী শ্রীকান্ত। পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে ভাল পারফর্ম করছেন পি ভি সিন্ধু ও সাইনা নেহওয়াল। কিন্তু ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের উন্নতির জন্য এটাই যথেষ্ট নয় বলে দাবি করেছেন এই প্রাক্তন শাটলার। তার মতে, যতদিন দেশের পরিকাঠামো না বদলাবে, উন্নতি হবে না ভারতের।

দলের ফুটবলাররা তরুণ হলেও জেতার খিদে একইরকম জোয়াকিম

সোচি, ৩০ জুন: তার দলের ফুটবলাররা বয়সে তরুণ হলেও তাদের জেতার খিদে সিনিয়র দলের মতোই। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে কনফেডারেশন্স কাপের সেমিফাইনাল জেতার পর এমনটাই জানিয়েছেন জার্মানির কোচ জোয়াকিম লো।

ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জোয়াকিম জানিয়েছেন, 'শুরু থেকেই আমরা আমাদের নিজেদের স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী খেলেছি। যার ফলে ওরা খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। তবে একটা সময় প্রথমার্ধের শেষ দিকে ওরা আমাদের উপর চেপে বসতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা ওদের সেই সুযোগ দিইনি। সব মিলিয়ে বলতে পারি আমার দলের ফুটবলাররা বয়সে বেশ তরুণ হলেও ওদের জেতার খিদে সিনিয়রদের মতোই।' কনফেডের

সেমিফাইনালে মেক্সিকোকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে জার্মানি। ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ চিলি।

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা